জীবননগরে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্মপ্রকাশ

জীবননগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার সময় হাসাদহ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্বপ্রকাশ ঘটে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য শফিকুল ইসলাম নান্নু, হাসাদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জুম্মত মন্ডল, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আতিয়ার রহমান, হাসাদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

জীবননগরে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগরে বিজিবি সদস্যেরা মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ।

গতকাল সোমবার সকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধিনস্ত জীবননগর বিওপির হাবিলদার মখলেসুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর বিওপির সামনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ।

এ সময় দামুড়হুদা উপজেলার হুদা পাড়ার মিরাজুল ইসলামের ছেলে মাদক চোরাকারবারী মোঃ সেমিক হাসানকে ৯৮ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ১ টি মোবাইল এবং ২ টি ব্যাগসহ আটক করা হয়।

আটককৃত আসামীকে মাদকদ্রব্যসহ জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

জীবননগরে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধুর দর্শন,সমবায়ে উন্নয়ন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে সমবায়ী র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমবায় দপ্তরের আয়োজনে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালীবের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেযারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী ,জীবননগর থানার ওসি (অপারেশন) মোল্লা সেলিম,উপজেলা সমবায় অফিসার মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠত্বা অর্জন করায় জাতীয় সমবায় পুরস্কার হিসাবে এবলুম বাংলা সমবায় সমিতিসহ তিনটি সমবায় সমিতিকে সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান।

জীবননগরে স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে

জখম

জীবননগরে দিনে দুপুরে বিল থেকে মাছ চুরি করার সময় দেখে ফেলায় স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করার অভিযোগ উঠেছে, জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাঁকা গ্রামের আনসার আলীর ছেলে মিন্টুর বিরুদ্ধে। গত রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলার পাঁকা গ্রামের বিলের কদম তলা ব্রিজের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

আহত স্কুল ছাত্র উপজেলার আন্দুলবাড়িযা ইউনিয়নের পাঁকা গ্রামের বাবুল আক্তারের ছেলে ইমদাদুল আজিজ (৮)। পাঁকা উত্তর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শেণীর ছাত্র।

আহত স্কুল ছাত্রের মা বলেন, রবিবার সকালের দিকে ইমদাদুল পাঁকা বিলের পাশে খেলা করছিল এ সময় মিন্টু বিলের ভিতরে চুরি করে জাল পেতে মাছ ধরছিল। আর সে সময় আমার ছেলে দেখে ফেলায় তাকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। বর্তমানে তার বা চোখে আঘাত লেগে সে চোখে কিছু দেখতে পারছে না। আমার সন্তানকে যে এ ভাবে মেরেছে আমি তার শাস্তি চাই।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পার্থ সারথি বলেন, আহত স্কুল ছাত্র ইমদাদুলের কপালে এবং একটি চোখে আঘাত লেগেছে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আশাকরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, পাঁকা গ্রামে স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে জখম করার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ পাইনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে চুরির অপবাদে

কর্মচারীকে নির্যাতন, নির্যাতনকারি টিন ব্যবসায়ী আটক

জীবননগর শহরের টিন ব্যবসায়ী হক মেশিনারি’র স্বত্বাধিকারী হাজী সাইদুল হক ও তার ছোটভাই সাইউল হকের বিরুদ্ধে দোকান থেকে ২ হাজার টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দোকানের ম্যানেজার খলিল মিজিকে নির্মম ভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।

আহত দোকান ম্যানেজারের স্ত্রী বাদি হয়ে জীবননগর থানায় সোমবার রাতে লিখিত অভিযোগ দিলে রাতেই নির্যাতনকারী সাইদুল হককে গ্রেপ্তার করেন জীবননগর থানা পুলিশ।
আহত ম্যানেজার খলিল মিজি (৫৫) জীবননগর উপজেলার পিয়ারাতলা গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে

আহত খলিল মিজি বলেন, আমি দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর ধরে জীবননগর শহরের টিন ব্যবসায়ী হাজী সাইদুল হকের দোকানে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে আসছি। প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে আমি দোকানে গিয়ে খাতা-পত্র নিয়ে হিসাব নিকাশের কাজ করতে থাকি। হঠাৎ দোকানের মালিক হাজী সাইদুল হক ও তার ছোটভাই সাইউল হক আমাকে গিয়ে বলে মার্কেট থেকে বাকির আদায় করা কালেকশনের টাকা থেকে দুই হাজার টাকা কম হচ্ছে। আমি তখন তাদেরকে জানাই, আমি আমার পাওনা বেতনের টাকা থেকে আমার নামে খরচ লিখে পাঁচশত টাকা নিয়েছি। কম হওয়া টাকা সম্পর্কে আমার জানা নাই।

যে মার্কেট থেকে কালেকশন করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বললে, তখন তারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কাঠের বাটাম দিয়ে মারপিট করতে থাকে । এভাবে তারা দুই ভাই আমাকে দোকানে আটকিয়ে রেখে পর্যায়ক্রমে দুপুর তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে আর আমাকে এই মিথ্যা চুরির কথা স্বীকার করতে বলে। একপর্যায়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আমার বাড়িতে খবর দিয়ে আমার স্ত্রী আসলে ভ্যান যোগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় এবং এই কথা কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দেয়।

আমি আমার স্ত্রী কলেজ পড়ুয়া কন্যা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকলজ্জা ও হাজী সাহেবদের ভয়ে কাউকে বিষয়টি জানায়নি বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিতে থাকি। আজ আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখে

আত্মীয়স্বজনরা জীবননগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান। আমি আমার উপর মিথ্যা চুরির অপরাধ দিয়ে অমানবিক নির্যাতনের বিচার চাই। আমি যদি চোর হতাম তাহলে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে কিভাবে চাকরি করে আসছি ? আমি তাদের এখানেই ৬ বছর ধরে ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করছি।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আহত খলিল মিজির স্ত্রী বাদী হয়ে জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিলে হাসপাতালে তাৎক্ষণিক পুলিশের একটি টিম পাঠিয়ে ভিকটিমের শারীরিক অবস্থা খোঁজ নিয়ে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে নির্যাতনকারী ব্যবসায়ী সাইদুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়।

জীবননগরে জেল হত্যা দিবস পালিত

জীবননগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মাহফিলের মধ্যে দিয়ে জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা, কালো পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনায় বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ অবঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দীন,

জীবননগর উপজেলা যুবলীগ সভাপতি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।

জীবননগরে ভেজাল সার ও নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধে আলোচনা সভা

জীবননগরে কৃষি মোর্চার আয়োজনে এবং এনজিও সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় ভেজাল সার ও নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধে করণীয় বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১ টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি মোর্চার সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মো. হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংকন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলকানা লাকি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কামরুজ্জামান যুদ্ধ, জীবননগর উপজেলা লোকোমোর্চার সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন কাজল, সাংবাদিক কাজী সামসুর রহমান চঞ্চল, জিএ জাহিদুল ইসলাম,মিঠুন মাহমুদ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে কোনো দোকানদার যদি সার বেশি দামে বিক্রি করে অথবা ভেজাল সার, ভেজাল বীজ ও কীটনাশক বিক্রি করে তাহলে ওই দোকানদারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোচনা সভায় জীবননগর উপজেলার বিসিআইসি ও বিএডিসি অনুমোদিত সার ডিলার, খুচরা সার বিক্রেতা এবং সুধীবৃন্দরা অংশ গ্রহণ করেন।

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস পালন

মুজিব বর্ষের আহবান, যুব কর্মসংস্থান এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, উদ্যোক্তা আব্দুর শুকুর আলী, শারমিন আক্তার। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে যুবকদের মধ্যে চেক বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ ।

জীবননগর বাঁকা ইউনিয়নে কমসূজনী ৪০ দিনের কাজে চরম অনিয়ম

জীবননগরে ৪০ দিনের কমসূজনী কাজের চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। খাতা কলমে ৪০ জনের নামের তালিকা থাকলেও সেখানে আছে মাত্র ২২ থেকে ২৫জন বাদ বাকি লোকজন উপস্থিত না থাকলেও তোলা হচ্ছে হাজিরা।

তাছাড়া কমসূজনী কাজ দরিদ্রদের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে স্বজন প্রীতিরর অভিযোগ রয়েছে। এদিকে স্থানীয়রা বলছেন পিআইও অফিসের কোন কর্মকর্তা না থাকায় এ কাজে অনিয়ম হচ্ছে ।

সরেজমিনে বাঁকা ইউনিয়নের ঘোষনগর গ্রামের মাঠের রাস্তার উপর মাটি দেওয়ার দৃশ্য দেখে হতবাক হওয়ার মত অবস্থা। হাজিরা তোলার জন্য খাতা থাকার কথা থাকলেও সেখানে কোন হাজিরা খাতা নেই। ৪০জন সদস্য থাকার স্থলে আছে মাত্র ২২জন তাও আবার মুখে মুখে। অথচ নামের তালিকায় আছে ৪০জনের নাম ।

একই অবস্থা আরও একটি স্থানে, সেখানে ৪০জনের পরিবর্তে আছে ৩২জন। এর মধ্যে আবার তিনজন পারিবারিক কাজের জন্য অন্য স্থানে চলে গেছে। হাজিরা খাতার বিষয়ে জানতে চাইলে কাজের দায়িত্বরত সরদার মিয়াজান বলেন, হাজিরা খাতা এখনও পাইনি এ জন্য হাজিরা তোলা হয়নি।

তবে আমাদের ৪০জন সদস্য আছে তারা সবাই হাজির হয়। বাঁকা ইউপি সদস্য খাইরুল ইসলাম বলেন, আজ প্রথম দিন তো এজন্য লেবার কম এয়েছে। তবে আগামীতে সবাই আসবে । বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম কমসূজনী কাজের অনিয়মের কথা স্বীকার করে বলেন, কমসূজনী কাজ হচ্ছে অনেক দিন পর । আর আজ প্রথম কাজ শুরু হচ্ছে তো এ জন্য লোকজন কম আসছে তবে আশা করি আগামীতে সবাই কাজে উপস্থিত হবে ।

জীবননগর উপজেলার পিআইও মিজানুর রহমান বলেন, কমসূজনী ৪০দিনের কাজটি আসলে অতিদরিদ্রদের জন্য তারা প্রতিদিন ২শ টাকা হাজিরা পাবে এর মধ্যে ৫০টাকা ব্যাংকে তাদের নামে জমা থাকবে আর ১৫০টাকা হাজিরা তারা প্রতিদিন পাবে ।

এর পর কাজ শেষে তারা তাদের জমাকৃত টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিতে পারবে । আর অনিয়মের বিষয়টার ব্যাপারে আসলে আমাদের অফিসে লোকবল কম থাকার কারণে সমস্থ কাজ একা দেখা সম্ভব হয় না। তবে কাজে যদি অনিয়ম পাওয়া যায় তা হলে যারা এর সাথে জড়িত আছে তদন্ত পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র

করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে রেজাউলের বিরুদ্ধে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের প্রতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, প্রতাবপুর গ্রামের আব্দুল নজর আলী গোলদারের ছেলে আব্দুল ছোবহান (৪৭) এবং আব্দুল ছোবহানের মেয়ে সুফিয়া (১৯)।

আহত ছোবহান অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ের সাথে রেজাউলের মেয়ের ঝগড়া হয়। এই সূত্র ধরে রেজাউল, শফি, মাহাবুল সহ বেশ কিছু ব্যক্তিরা আমার বাড়িতে এসে আমার এবং আমার মেয়েকে মারধর করে।

এক পর্যায়ে আমরা চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ব্যাপারে রেজাউল জানান, ছোবহান আগে আমাদের মারধর করতে আসে এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয় এবং উভয় পক্ষেই হাতাহাতি হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রতাবপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয়।

এ সংবাদ শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং দুই পক্ষকে শান্ত করে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোন পক্ষ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।